OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 121
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 969 - 976
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 969 - 976
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

ঔপনিবেশিক এশিয়ায় বঙ্গনারীর ভ্রমণযাত্রা

কথিকা রায়
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
সহকারী অধ্যাপিকা, রবীন্দ্র ভারতী মহাবিদ্যালয়, মেদিনীপুর
Email ID: raykathika4@gmail.com
0009-0002-4782-6873

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Bengali Women, life in abroad, women's freedom, women's education, Travelogue, self identity, self dependence, modernisation, self conciousness.

Abstract
Women's issue remained one of the major aspects of the social reform programmes of nineteenth century Bengal and women's education was the most important one of them. As a result of this spread of education, a group of Bengali women got the opportunities to articulate their ideas and emotions through various kinds of writings. Travel writings can be regarded as one of the important subjects of this genre. Besides, different aspects of life like education, style of dress, conjugality, the question about going beyond the purdah system had been discussed in this scenario. The process and experiences of travel is a useful and effective medium of self-realization as well as a tool to ensure one's self-identity through a different way. Throughout the nineteenth century, the notion of travel for the Indians was closely related with the notion of freedom. This concept was more apparent in the women's writings. It perhaps appeared as a blessing for them who had been restricted in various ways by their family and society. Apparently, the number of women who got the opportunity to travel and whose writings were published and became popular were few but along with these, there were many unpublished and ordinary travel writings which also projected the various dimensions of self-consciousness and quest for self-identity of them. A survey of contemporary Bengali periodicals shows that there were numerous examples of travel writings by indigenous women. In case of foreign tours, Bengali women travellers used to analyse and compare the situation of India and that of foreign lands. In the colonial period, the travelogues of Bengali women were not merely the description of the places or civilizations. Rather there was an inner sight of every explanation and discussion which made this narration the living portrait of the contemporary environment. They were composed by first hand experiences and presented in a simple manner. Women had judged and analysed each moment of their experiences in terms of their tradition, belief, heritage and values. This became a medium of searching for self –identity. Although they were often accompanied with male members of their family in their travels but their experiences were exclusively of their own. These

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 121
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 969 - 976
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

travelling experiences opened a new horizon of consciousness among them which also has a historical significance.

Discussion

নারী শিক্ষা ও তার অন্যতম প্রয়োগ মাধ্যম বঙ্গনারী সাহিত্যচর্চায় তথা ভ্রমনমূলক বিবরণ রচনাগুলিতে সর্বাধিক স্পষ্ট অথচ প্রচ্ছন্ন দ্বিমুখীতার ইঙ্গিত হিসেবে নারী পুরুষ সম্পর্কের লিঙ্গভিত্তিক ব্যঞ্জনাকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেহেতু উপনিবেশিক কালপর্বে নারীশিক্ষা, পেশাগত ভূমিকা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক সচেতনতা অথবা ব্যক্তি স্বাধীনতার মত বিষয়গুলি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এক ধরনের সমঝোতা বা টানাপোড়েনের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছিল। তাই এক দ্বিধাগ্রস্ত বৈশিষ্ট্য নারী চিন্তা-চেতনা ও জীবন প্রবাহের সর্বত্র স্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল। ভ্রমণ বৃত্তান্তগুলি সাহিত্যগত উপকরণ হলেও এর মধ্যেই শিক্ষিতা নারীর নবলব্ধ শিক্ষাকে জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে সমাজ নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির মান্যতা-উভয়তই খুব স্পষ্ট। তাই এই বিবরণ গুলিতে কখনো বঙ্গনারীর ভাষায় গৃহ পরিসর থেকে সাময়িক মুক্তির আনন্দ যেমন লক্ষ্য করা যায় তেমনি অপরিচিত জগতে নারীর চিরাচরিত ও নিরাপত্তার প্রশ্ন অপরিচিত পুরুষ সমাজের সঙ্গে সহজ মেলামেশার সুযোগ অথচ তার মধ্যে তথাকথিত শালীনতা সম্ভ্রমের বিষয়টি বারেবারে উল্লেখ হয়েছে। তীর্থযাত্রা থেকে শুরু করে নিছক দেশভ্রমণ, প্রয়োজনভিত্তিক যাতায়াতের পথে সবরকম বর্ণনাতেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়।বঙ্গনারীর ভ্রমনমূলক বিবরণ মূলত দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ ঐতিহাসিক তাৎপর্য দাবি রাখে। প্রথমত, এই জাতীয় রচনাগুলি বঙ্গমহিলাদের নিজস্ব মানসিকতাকে অনুভব করতে সাহায্য করে অর্থাৎ তাদের যুগচিন্তা ,সমাজ সচেতনতা, নারীসত্ত্বা, শিক্ষিত মূল্যবোধ সবকিছুই এই বিবরণ গুলির মধ্যে একই সঙ্গে অনুভব করা যায়। অন্যদিকে এই ভ্রমণমূলক রচনাগুলি বঙ্গমহিলাদের ব্যবহারিক জীবনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল, সেকথা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয় অর্থাৎ এই ভ্রমণ মূলক রচনাগুলি যেহেতু অধিকাংশই ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নির্ভরশীল, তাই এগুলির মধ্য দিয়ে চিরকালীন পর্দানশিন বাঙালি মহিলাদের বহির্জগতের সঙ্গে অকুণ্ঠিত সম্পর্ক-স্থাপন, প্রয়োজনভিত্তিক সর্তকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, স্বাবলম্বীতা এমনকি চিরাচরিত জাতি, ধর্মের গন্ডি অতিক্রম করে এক বৃহত্তর মানবিক সত্তায় উত্তরণের সহায়ক।

তীর্থযাত্রা, বিনোদন, শিক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনে ভারতীয়রা বহুবার দীর্ঘদিন ধরে দেশ ও বিদেশে চলাচল করেছেন। উদ্দেশ্য যাইহোক না কেন, এই প্রকার যাত্রা ব্যক্তিসত্তাকে প্রভাবিত করে। ব্যক্তিগত স্মৃতি, চিঠিপত্র, ডায়েরী, সাহিত্যিক রচনা এমনকি কবিতার মধ্য দিয়ে এই ধরনের অভিজ্ঞতার আক্ষরিক প্রকাশ ঘটে ছিল। বঙ্গনারীর আধুনিকতার বিশ্লেষণের অন্যতম মাধ্যম হল এই ভ্রমণকাহিনী। এশিয়া ছিল বহু বঙ্গনারীর বিশেষ গন্তব্যস্থল। বাংলা থেকে মহিলারা এশিয়ার এই দেশগুলিতে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যান, সেখানে বেশ কিছুদিন প্রবাসী জীবনযাপন করেন, আবার স্বদেশে ফিরে আসেন। চীন, জাপান, বার্মা - এই তিনটি দেশ প্রধানত বাঙালি মহিলাদের কাছে অন্যতম গন্তব্যস্থল হয়ে উঠেছিল। এছাড়াও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ যেমন ভিয়েতনাম, জাভা, শ্রীলংকাতেও বঙ্গনারীরা বিভিন্ন সময়ে গিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে অবলা বসু, সরোজনলিনী দত্ত, হরিপ্রভা তাকেদা, মৃণালিনী রাহা, সরলা দেবী চৌধুরানী, মানসী মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। স্বদেশে ফিরে এসে তারা বিদেশে লব্ধ শিক্ষা, মূল্যবোধ ও অভিজ্ঞতাকে স্বদেশের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হয়েছেন, পারিপার্শ্বিক পরিবেশে নিজস্ব চিন্তা ও মননশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। বহির্বিশ্বের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত ভাবগত ও বস্তুগত উপাদানগুলোকে বঙ্গমহিলারা তাদের দেশজ মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছিলেন। ভারতের প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ওই দেশগুলির সংস্কৃতির সংমিশ্রণের প্রভাবের একাত্মতা ও বৈপরীত্য এই সকল মহিলাদের আত্মপরিচয় গঠন ও মননশীলতার রূপান্তরে প্রভাব ফেলেছিল।তাই এই বিবরণ গুলিতে কখনো বঙ্গনারীর ভাষায় গৃহ পরিসর থেকে সাময়িক মুক্তির আনন্দ যেমন লক্ষ্য করা যায় তেমনি অপরিচিত জগতে নারীর চিরাচরিত ও নিরাপত্তার প্রশ্ন অপরিচিত পুরুষ সমাজের সঙ্গে সহজ মেলামেশার সুযোগ অথচ তার মধ্যে তথাকথিত শালীনতা সম্ভ্রমের বিষয়টি বারেবারে উল্লেখ হয়েছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 121
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 969 - 976
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ভারতের প্রতিবেশী দেশ জাপান নারীদের ভ্রমণের অন্যতম ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। কখনো তারা নির্দিষ্ট কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য, আবার কখনও তারা স্বামীর অনুগামী হিসেবে,আবার অনেকসময় তারা দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পূর্ব এশিয়ার দেশ হিসেবে জাপান ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। স্বাভাবিকভাবেই উপনিবেশিক ভারত থেকে বঙ্গনারীদের জাপান যাত্রা বিশেষ একপ্রকার তাৎপর্য এর দাবি রাখে।

সরোজনলিনী দত্ত তাঁর জাপানের ভ্রমণ পথে জাহাজে লক্ষ্য করেছেন তার পোশাকের প্রতি বিদেশী মহিলাদের আকর্ষণ কিন্তু একজন ভারতীয় মহিলার পরাধীনতার পোশাকে বিদেশি মহিলার অনুসরণ করতে দ্বিধাগ্রস্থ। সিঙ্গাপুর, হংকং ও সাংহাই অঞ্চলে লেখিকা দেখেছেন চাকুরীরত বহু শিখ ও পাঠান প্রহরীদের। বলিষ্ঠ হওয়া সত্বেও ভারত ছেড়ে বিদেশে এসে তাদের চাকরি লেখিকার মনে আক্ষেপ সৃষ্টি করে। জাপানি পৌঁছে সরোজনলিনী লক্ষ্য করেছেন, সেখানকার জনজীবনে নিয়ম শৃংখলার অস্তিত্ব। এর মধ্যে বিশেষ যে দিকটি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেটি হল যে কোন অনুষ্ঠানে সন্তানসহ জাপানি রমণীদের উপস্থিতি এবং তাদের একাগ্রতা ও সহনশীল মানসিকতা। তার সাথে ভারতের তুলনা করে তিনি বলেছেন যে শিশুদের দ্বারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে বঙ্গমহিলারা অনেক সময় পাশ্চাত্যের জননীদের অনুকরণে কোন সম্মেলনে শিশুদের নিয়ে যান না এবং সেই কারণে অনেক মাতাকে আমোদ প্রমোদ ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তাই জাপানি মাতাদের মত সংযত হয়ে তাদের সন্তানদের শিক্ষা প্রদান করলে ভারত অধিক মাত্রায় উন্নতির দিকে অগ্রসর হবে।[১]

সরোজনলিনী দত্ত তাঁর জাপানের ভ্রমণ যাত্রায় নারীশিক্ষার বিশেষ একটি দিক পর্যবেক্ষণ করেছেন। সেখানে মেয়েদের শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে পাঠ্যপুস্তক পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতে-কলমে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষাদান করা হয়। তিনি অনুভব করেছেন যে এর ফলে মেয়েদের চরিত্রের উন্নতি হয়। কেননা এটি ব্যতীত মেয়েরা অত্যন্ত সৌখিন থেকে যায়। একারণেই জাপানি মেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভ করলেও তাদের নম্রতা বজায় থাকে। ফুটবল, ভলিবল খেলাতে জাপানি মেয়েরা পারদর্শী। শুধু শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরেই নয়, পাশাপাশি উদ্যানের মধ্যেও বইয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয় প্রকৃতির মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থাও জাপানি শিক্ষাব্যবস্থায় ছিল। তিনি অনুভব করেছেন, যে জাপানি শিক্ষার লক্ষ্য শুধু অর্থ উপার্জন নয় বরং জ্ঞান লাভ। ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞান লাভের বিষয়টি না থাকায় ও মেয়েদের ক্ষেত্রে অর্থ উপার্জনের বিষয়টি প্রযোজ্য না হওয়ায় সামগ্রিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থার অসারতা বাংলায় প্রকাশিত।[২]

হরিপ্রভা তাকেদা বিবাহসূত্রে জাপানে যাত্রা করেন। তিনি তার জাপান যাত্রায় দেখেছেন মেয়েদের স্কুলের পাঠ্যসূচি হিসেবে রন্ধন শিল্প, সূচীকাজের পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রচলন। তিনি বলেন যে জাপানে নিরক্ষর স্ত্রী-পুরুষ অতি বিরল বরং সরকারের বিশেষ চেষ্টায় প্রায় সকলেই আট বছর বয়স থেকে স্কুলে যেতে বাধ্য হয়। অনেক স্থানে মেয়েরা স্বামীদের সাথে কৃষি কাজে অংশ নেয়। এছাড়া বাজারে, দোকান, স্টেশন, পোস্ট এছাড়া বাজারে, দোকান, স্টেশন, পোস্ট অফিস সর্বত্রই মেয়েরা কাজ করে। এমনকি জনবহুল স্থানেও মেয়েরা নিজেরা নিজেদের তত্ত্বাবধানে থাকে। মেয়েদের মধ্যে অবরোধ প্রথা না থাকায় পুরুষদের সাথে কাজ করতে তাদের কোনো সংকোচ নেই।[৩]

হরিপ্রভা তাকেদা জাপানি বসবাসকালে তার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে সেখানেই বাড়ি-ঘর, মানুষের ঘরসজ্জা, খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ করেছেন। তিনি জাপানের শহর ও গ্রামের বাড়ির মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখেননি। অত্যন্ত ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা বলে সেখানকার বাড়ি-ঘরগুলি কাঠনির্মিত হয়, কিন্তু অগ্নিসংযোগের আশঙ্কা থাকায় রাতের প্রহরী ব্যবস্থাও থাকে। ফটকের সামনে ঘণ্টাধ্বনি সেখানকার গৃহস্বামী দ্বার উন্মুক্ত করেন। তবে জাপানিদের গৃহ অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সেখানে দ্রব্যের আতিশয্য না থাকলেও সুসজ্জিত ক্ষুদ্র বৃক্ষ বা সুন্দর দ্রব্য চিত্র দিয়ে ঘরের অভ্যন্তরীণ সজ্জা বিন্যস্ত হত। এ কারণে একপ্রকার অনাড়ম্বর অথচ শান্ত পরিবেশ গৃহের অভ্যন্তরে সদাসর্বদা বজায় থাকতো। তবে জাপানের খাদ্যাভাসের প্রসঙ্গে হরিপ্রভা সদস্যের তুলনায় ভিন্ন প্রকারের কথা বলেন যা তার কাছে অরুচিকর হিসেবে লেগেছে। হাত দিয়ে খাদ্যগ্রহণ তাদের কাছে নিয়ম বিরুদ্ধ যেকোনো খাদ্য তারা দুটি কাঠি দিয়ে খায়। জাপানি মেয়েদের কেশ বিন্যাসের রীতিটিও লেখিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সুন্দর করে কেশ বিন্যাস করে তাতে নানাপ্রকার নকল ফুল পিতা ও কাঁটাতার যুক্ত করে সহজে এত সুন্দর করে কেশ বিন্যাস প্রায় অসম্ভব বলে তারা এক্ষেত্রে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 121
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 969 - 976
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অন্য লোকের সাহায্য নেয়। সেই সাহায্যদানকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সমূহ অপরের কেশবিন্যাস করেই নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে।[৪]

অবলা বসু জাপানকে শুধুমাত্র এশিয়াতেই নয় বরং সমগ্র জগতে একটি মহাজাতি বলে গণ্য ও বরণীয় বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি যাত্রাকালে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন এর আগেও তিনি অনেক ব্রিটিশ জাহাজে যাতায়াত করেছেন কিন্তু জাপানী জাহাজে সামান্য কর্মচারী অব্দি যে সৌজন্যতা অভদ্রতা তারা অতিথিদের ও যাত্রীদের আপ্যায়ন করেন, তা হল অতুলনীয়। কেননা তারা সবসময় যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। অন্যান্য কোম্পানি জাহাজ অপেক্ষা অধিকতর আরাম ও সুখে তাই জাপানী জাহাজে যাতায়াত করা যায় বলে জানিয়েছেন। এই কারণে জাপানী কোম্পানী গুলির ধীরে ধীরে অন্যান্য প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে নিজে প্রশান্ত মহাসাগরে একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপন করবে বলে তিনি আশা করেছেন। ইয়াকোহামা বন্দরে পৌঁছে জাপান দেশটি তার চোখে অত্যন্ত মনোরম বলে অনুভূত হয়েছে। এর আগে তিনি যেসব পাশ্চাত্যের দেশ ভ্রমণ করেছেন তা থেকে এই জাপান সম্পূর্ন ভিন্ন প্রকারের বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। এমনকি কিছু বছর আগেও তখন জাপানের নাম কেউ শুনেনি কিন্তু ১৯৪৫ সালে আমেরিকার জাহাজ যখন বলপূর্বক জাপানের বন্দরে প্রবেশ করে তখন সমগ্র পৃথিবীর সামনে জাপানের শৌর্যবীর্যের মাহাত্ম্যের কথা প্রকাশ পায়।[৫]

জাপানকে অবলা বসু প্রকৃতির এক রম্য কানন হিসেবে বলেছেন। এর প্রত্যেক উদ্ভিদ, পাহাড় এবং গৃহ সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। জাপানিরা কিভাবে প্রকৃতির যথার্থ ভক্ত উপাসক তা তিনি তুলে ধরেছেন। প্রত্যেকে তারা এই দেশকে এতটাই সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখেন যে ঐদেশে গেলে সহজে সেই দেশ ছেড়ে আসতে ইচ্ছে হয় না। রাস্তার যানবাহন সমূহ প্রতিটি অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একজন জাপানি একটি গাড়ি টেনে নিয়ে চলেছে তাতে কোনো কষ্ট নেই। সেখানে অবলা বসু ঘোড়ার গাড়ি রিকশা গাড়ি অধিক প্রচলিত বলে উল্লেখ করেছেন, যদিও সাম্প্রতিক মোটর এর আবির্ভাব হয়েছে বলেও তিনি জানান।

ইউরোপীয় প্রথার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হলেও জাপানি নারীদের স্বাধীনতা আছে তাই তারা প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে অবাধে যাতায়াত করতে পারে, সেখানে কোনো রকম সংকোচ বা লজ্জা বোধ নেই। স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা না থাকায় সেখানে সকলেই সুস্থ ও সবল। রেলগাড়িতে নারী ও পুরুষকে একসাথে যাতায়াত করতে দেখা যায়। জাপানিরা সৌন্দর্যের পূজারী, সাধারণ বাগান ও বিশেষ বিশেষ শহরগুলি নির্দিষ্ট ফুল ফোটার সময় বহু নারী তাদের বহু নারী পুরুষ তাদের পরিবার নিয়ে সেই সুবাদে আসে। জাপানি নারী শিক্ষিতা পরিশ্রম কুশলী ও গৃহকাজে নিপুণ। তাদের পোশাক-আশাকে সেভাবে কোন আড়ম্বর নেই। রাজপরিবারের মহিলারা এবং অত্যন্ত ধনী মেয়েরা শুধুমাত্র রাজকীয় অনুষ্ঠানেই বিশেষ পোশাক ধারণ করেন। অবলা বসু একটি ধনী পরিবারে চা পানের জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন সেখানে তিনি গিয়ে সেই পরিবারের মেয়েদের শরীরে কোথাও অলংকারের চিহ্ন দেখেননি। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের একই প্রকার বেশভূষা দেখা যায় যা অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সংযত এবং সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত। এভাবে সৌন্দর্য ও মার্জিত রুচির পরিচয় অন্য কোনো দেশে নেই বলে অবলা বসু উল্লেখ করেছেন।[৬]

চারুবালা মিত্র ১৯৩৭-৩৮ সালে জাপানে যান। সেখানে তিনি জিয়ু গাকুয়েন নামে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি বালিকা বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে যান। জাপানের প্রথম মহিলা সাংবাদিক মোতোকো হানির সহকর্মী এবং স্বামী ওশিকাজু এটি স্থাপন করেন। জাপানী মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে চারুবালা দেবী বহুতথ্য লাভ করেন এবং তার নিরিখে ভারতে ঔপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামোর সমালোচনা করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে জাপানে গ্রন্থনির্ভর শিক্ষা এবং হাতে কলমে ব্যবহারিক শিক্ষার মধ্যে সুষম ভারসাম্য রক্ষার ফলে মেয়েরা ভবিষ্যৎ জীবনে সফল ভাবে প্রতিষ্ঠা পায়। জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে তারা অসহায়দের সাহায্যদান, অতিথিদের আপ্যায়ন, পীড়িতদের সেবা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলীও রপ্ত করেন। বিদ্যালয়গুলি তাই বৌদ্ধিক ও মানবিক বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয়গুলিও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সকল ছাত্রীদের নিয়মিত শরীরচর্চা বাধ্যতামূলক করা হয়। এভাবে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মেয়েদের ভিতর স্বাধীন চিন্তাভাবনার বীজ বপন করা হয়। এই বিদ্যালয় তাই স্বাধীনতার বিদ্যালয় নামে পরিচিত ছিল। এর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্র গঠন এবং দৈনন্দিন জীবনের উন্নতি সাধন। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 121
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 969 - 976
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সকল ছাত্রী এবং শিক্ষকেরা সমবেত প্রচেষ্টা চালান। গ্রন্থপাঠের দ্বারা তথ্যবহুল জ্ঞান অর্জন, ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা লাভ এবং নৈতিক দিক থেকে উন্নত মানসিকতার সৃষ্টি – এই তিনটি পন্থা ছিল এই বিদ্যালয়ের মূল শিক্ষার পদ্ধতি। চারুবালা দেবী এই বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নিয়মানুবর্তিতা, ছাত্রীদের আত্মবিশ্বাস ও দায়িত্ববোধ এবং তাদের নেতৃত্বদানের ক্ষমতা প্রভৃতি গুণাবলীর কথা তুলে ধরেন। জাপানের এই শিক্ষাপদ্ধতির সাথে ভারতের শিক্ষা কাঠামোর তফাত তিনি তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে ভারতে ছাত্রীরা পুঁথিগত শিক্ষা লাভ করলেও তারা বাস্তব জীবনের চলার পথের প্রতিবন্ধকতা কিভাবে অতিক্রম করা সম্ভব সেই শিক্ষা পায় না। তিনি তাই আশা করেছেন যদি জাপানের শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরনে ভারতীয় শিক্ষা কাঠামোকে সুবিন্যস্ত করা যায়, তাহলে ভারতীয় মেয়েরাও সার্বিক রূপে বিকশিত হতে পারে।[৭]

জাপান সম্পর্কে সকল ভ্রমণকারীর একমাত্রিক অভিজ্ঞতা ছিল না। অনেকেই একপ্রকার মিশ্র মনোভাব প্রকাশ করেছেন, যেমন আমরা শান্তা চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রমণ কথায় দেখি। তিনি প্রখ্যাত কালিদাস নাগের স্ত্রী ছিলেন এবং তার স্বামীর সাথে পরিবারসহ জাপানে যান। শান্তাদেবী প্রায় ২৮ দিন জাপানে ছিলেন এবং সেখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নারী ও শিশু হাসপাতাল, মহিলা মেডিকেল কলেজ এবং প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি স্থানে পরিদর্শন করেন। জাপানের স্থানীয় ট্রেনে তিনি ভ্রমনের সময় নিজেকে বৈদেশিক স্বতন্ত্র সংস্কৃতির প্রতিনিধি হিসেবে গভীরভাবে অনুভব করেন। অন্যান্য সহযাত্রীরা তাঁকে অবাক দৃষ্টিভঙ্গীতে পর্যবেক্ষণ করেন। শান্তাদেবী এক্ষেত্রে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে জাপান পশ্চিমের জগতকে চ্যালেঞ্জ জানানোর ক্ষমতার অধিকারী হলেও এশিয়ার দেশ ভারত সম্পর্কে নেতিবাচক বিস্ময়পূর্ন মনোভাবই অধিক। বিদ্যালয়ে তাদের দেখে ছাত্রীদের উচ্চস্বরে অট্টহাস্য শুনে শান্তাদেবী মনে করেছেন যে বিদেশীদের সাথে নম্র ও বিনীত ব্যবহারের যথার্থ শিক্ষা ওই ছাত্রীরা তখনও পায়নি। তাই ঐ ছাত্রীদের কাছে তারা কেবলমাত্র এক আশ্চর্য প্রাণী। এছাড়া তিনি জাপানের কিছু রাজনৈতিক উপাদানের সাক্ষী ছিলেন যেমন তিনি টোকিও তে আয়োজিত ব্রিটিশ বিরোধী এক সমাবেশের কথা বলেছেন, যেখানে ব্রিটিশরা চীনকে গোপনে জাপানের বিরুদ্ধে সাহায্য করছে এমন এক ধারণা জাপানবাসীদের মধ্যে ছিল তা প্রতিফলিত হয়। তিনি তার স্বামী কালিদাস নাগের সাথে শান্তিনিকেতনে পরিচয়ের সূত্রে বহু বিদগ্ধ জাপানী ব্যক্তিত্বদের সাথে সাক্ষাত করেন এবং ইন্দো-জাপান সাংস্কৃতিক বন্ধনের গভীরতা উপলব্ধি করেন।[৮]

এশিয়ার অপর এক দেশ যা বর্তমানে মায়ানমার নামে পরিচিত সেটি ঔপনিবেশিক যুগে বার্মা হিসেবে ভারতের অতি নিকটবর্তী প্রতিবেশী রাষ্ট্র, এমনকি বৃহত্তর ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যেরই অংশ ছিল। ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনেক আগে থেকেই বহু ভারতীয় বিশেষত বাঙালীরা কর্মসূত্রে বা অন্যান্য আর্থ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বার্মায় যেতেন, বসবাস করতেন। রেঙ্গুন, মান্দালয় প্রভৃতি স্থানে প্রবাসী বাঙালীদের বসবাস অধিক কেন্দ্রীভূত ছিল। বামাবোধিনী, অন্তঃপুর, মহিলা পত্রিকায় প্রকাশিত নানা প্রবন্ধে বার্মায় ভ্রমণকারী ও প্রবাসী জীবনযাপনকারী নারী-পুরুষের লেখনীতে স্পষ্টভাবে তাদের নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার সমাহার দেখা যায়। মৃণালিনী রাহা ১৯০২ সালে অন্তঃপুর পত্রিকায় সেই বার্মা দেশের কথা আলোচনা করেছেন যে দেশ ভারতের মতনই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তিনি রেঙ্গুনের রাস্তাঘাট ও রাজধানী শহর হিসেবে এর পরিকাঠামোর সাথে বিভিন্ন ভারতীয় শহরের তুলনা করেছেন। বার্মার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাথে ভারতের একমাত্র জয়পুর শহরটি তুলনীয় বলে উল্লেখ করেছেন। কলকাতার মতন বার্মা কখনই জনবহুল, ধূলিধূসরিত নয় বলে তাঁর মনে হয়েছে। মৃণালিনী দেবী লক্ষ্য করেছেন যে রেঙ্গুনে স্থানীয়দের তুলনায় ভারতীয়রাই অধিকসংখ্যক নানাবিধ কাজে নিযুক্ত। ব্যবসাবাণিজ্য, পেশাগত নানা কারনে এখানে ভারতীয়দের আগমন ঘটে বলে তিনি তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বার্মার বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানগুলির উল্লেখের সাথে সাথে রেঙ্গুনের শ্বেত প্যাগোডার সাথে ভারতের গয়া অঞ্চলের বিষ্ণুপাদ মন্দিরের তুলনা করেছেন। তাঁর বক্তব্যে বারংবার বার্মা বা ব্রহ্মদেশ সম্পরকে সমীহ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন, এই দেশ নিয়ে ভারতীয়দের মনে একসময় অনেক কুসংস্কার ছিল, কিন্তু ব্রহ্মদেশ "এখন আর কিন্তু সে 'মগের মুল্লুক' নাই"। বাণিজ্যের দিক থেকে রেঙ্গুন হল ব্রিটিশ ভারত সাম্রাজ্যের তৃতীয় বন্দর। বহু লক্ষ মূল্যের চাল এখান থেকে বিদেশে রপ্তানি হয়। রেঙ্গুনে পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের উপস্থিতি রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। ভারতে ইংরেজী শিক্ষিত ব্যাক্তিবর্গ দেশে চাকরী না পেয়ে বার্মাতে পেশার অনুসন্ধানে যান। এমনকি রেঙ্গুনের আদালতেও বাঙালী ব্যারিস্টার ও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 121
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 969 - 976
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উকিল রয়েছেন। এদের মধ্যে তিনি জনৈক মি. পি সেন, যতীশ রঞ্জন দাস, বাবু রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, অধরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের উল্লেখ করেছেন। চট্টগ্রাম থেকে আসা হিন্দুদের উদ্যোগে এখানে একটি হিন্দু মন্দিরও নির্মিত হয়েছে।[৯]

মৃণালিনী দেবী রেঙ্গুনে বাঙালী থিয়েটারে হরিশচন্দ্র নাটকের অভিনয় এবং সেখানে বহু বাঙালী নারী, পুরুষ, শিশু সহ পরিবারের উপস্থিতি দেখেছেন। এই স্থানকে কলকাতা বলে ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক বলে তিনি মনে করেছেন। তবে বার্মাবাসীদের উচ্চশিক্ষার প্রতি বিশেষ অনাগ্রহ তাকে ব্যাথিত করেছে। কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পাদ্রীদের দ্বারা স্থাপিত স্কুল এখানে দেখা যায়। বাঙালী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য বাবু যশোদানন্দ সেন রেঙ্গুনে 'ইন্ডিয়ান সেমিনারী' স্থাপন করেছেন। ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে বহু জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ নিলেও বার্মায় এ বিষয়ে তাদের অনীহা ও অবহেলা নিয়ে লেখিকা আক্ষেপ করেছেন। লর্ড কার্জন এ সম্পর্কে অবহিত হলেও উদাসীন ছিলেন। লেখিকার মতে এই দেশে শিক্ষার অভাব হল অধোগতির মূল কারন। বার্মাবাসী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও তারা অত্যন্ত ধর্মসহিষ্ণু। ভারতে বুদ্ধদেবের জন্মস্থান হওয়াতে বার্মা বাসীরা ভারতকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন।[১০]

১৯২৯ সালের মে মাসে সরলা দেবী চৌধুরানী বার্মা যাত্রা করেন। সেখানে তিনি ভারতের হিন্দু ধর্মের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। তাঁকে যারা রেঙ্গুন বন্দরে অভ্যর্থনা জানান, তাদের মধ্যে বার্মা প্রাদেশিক হিন্দু কনফারেন্সের সভাপতি, রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তা, রেঙ্গুন আর্য সমাজের প্রধান প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। বার্মায় গিয়ে তিনি কোন অজানা, অপরিচিত পরিবেশে এসেছেন বলে অনুভব করেননি। তাঁর মতে, কলকাতার মতন ট্রাম, মোটর, বাসসহ আধুনিক একটি শহর হল রেঙ্গুন। এখানকার রাজপথে তিনি বিভিন্ন জাতির বিচরণ লক্ষ্য করেছেন। তবে তাঁর নিজস্ব আত্মপরিচয় তার প্যাগোডা ও ধর্মীয় স্থাপত্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। এই প্রসঙ্গে তিনি কলকাতার মধ্যে বাঙালির নিজস্বতার অভাব সম্পর্কে আক্ষেপ করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে কলকাতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হওয়ায় তার সকল স্থানেই ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের চিহ্ন বিদ্যমান। কলকাতার সার্বজনীনতার মধ্যে বাঙ্গালী সত্ত্বার বাহ্য পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে বার্মার বন্দরে বন্দরে বাঙালীদের আধিপত্য রয়েছে। সরলা দেবী প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা-বার্মা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কথা বলেছেন। চট্টগ্রাম, মণিপুর, আরাকান থেকে বাঙালীরা বার্মায় এসেছে, বসবাস করেছেন, প্রজন্মের পর প্রজন্মকাল অতিবাহিত করেছেন। ফলে এখানে বসবাসী বাঙালীদের ভাষা, পোশাক, আচার-আচরণ সবকিছুতেই বার্মা সংস্কৃতির ছাপ দেখা যায়। অর্থাৎ এখানে বার্মায় দীর্ঘকাল ধরে বসবাসকারী অভিবাসী বাঙালী সমাজের কথা লেখিকা বলেছেন। আধুনিক ব্রিটিশ শাসনের অঙ্গীভূত বাঙালির সমাবেশ এখানে অধিকতর লক্ষ্য করা যায়।[১১]

এহেন অভিবাসী বাঙালী সমাজের সাথে স্থানীয় সমাজের কোন বিরোধিতার সম্পর্ক নেই বলে সরলা দেবী উপলব্ধি করেছেন। বরং তাদের পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এক মিশ্র সংস্কৃতির পরিসর গড়ে উঠেছিল। যেমন তিনি জনৈক বিচারপতি সেন বাবুর কথা বলেছেন, যিনি স্বদেশী, বিদেশী, ভারতীয়, বর্মীয়, আরমানি,পার্সী, বাঙালী, গুজরাটি সকলের কাছেই অত্যন্ত জনপ্রিয়। সরলা দেবী মূলত বার্মায় প্রাদেশিক হিন্দুসভার অধিবেশনে সভানেত্রিহিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন। এই সভার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বার্মাবাসী হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ নির্বিশেষে সকলের হিতকল্পে প্রস্তাব অ কর্মসুচী গ্রহনের কথা বলেন। এই চিন্তাভাবনা পুনরায় তৎকালীন বার্মাতে গড়ে ওঠা মিশ্র সংস্কৃতির পরিচয় দেয়। এখানে সরলা দেবী এমন অনেক উচ্চপদস্থ বর্মি আধিকারিক, নেতৃত্ব এবং বন্ধুদের সাথে আলাপের সুযোগ পেয়েছিলেন, যারা ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত ও ভারতের প্রতি অতীব মাত্রায় সংবেদনশীল, এমনকি তারা ভারত থেকে বারমা-ব্যবচ্ছেদেরও বিরোধী ছিলেন। তবে এর সাথে সাথে একথাও তিনি জানতে পেরেছিলেন যে প্রকৃত বার্মার ভুমিপুত্র যারা, তারা ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম অপেক্ষা সিংহলী বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অধিক অনুরক্ত। কেননা প্রাথমিকভাবে উত্তর ও পুর্ববঙ্গ থেকে বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকেরা বার্মাতে অভিযান করলেও শেষের দিকে সিংহলী মহাযানী বৌদ্ধধর্মের প্রভাবই ছিল বেশি। তবে ধর্মের ক্ষেত্রে বর্মী সংস্কৃতির উদারবাদী মনোভাবের উল্লেখ তিনি করেছেন। এখানকার উপাসনা স্থলে ভারতের মতন কোন পুরোহিত শ্রেণীর আধিপত্য নেই। দেবগৃহের দ্বার এখানে সকলের জন্যই অবারিত। এর শ্রীযুক্ত, শোভন, শান্ত পরিবেশের কথা লেখিকা বলেছেন। অন্যদিকে বার্মায় ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির নেতিবাচক ফল হিসেবে তিনি মিশনারী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের উদ্ধত ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন।[১২]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 121
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 969 - 976
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পুষ্পবালাদেবী মালয়শিয়াতে জহর, মালাক্কা, পিরাক প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। এখানে তিনি জুয়া খেলার আয়োজন দেখে বিস্মিত হন, যেখানে দীন দরিদ্র থেকে শুরু করে সম্ভ্রান্ত ও ইউরোপীয় ব্যাক্তিরাও যোগদান করেন। জহরের সুলতানরা ইউরোপীয়দের সান্নিধ্য পেয়ে নিজেদের দেশে নানারকম আধুনিকতা আনতে প্রয়াসী হন। কিন্তু জুয়াখেলার ন্যায় কু-অভ্যাসকে তারা পরিত্যাগ করতে পারেনি বলে লেখিকা জানিয়েছেন। নীলামে আফিম বিক্রির মতন জুয়াখেলার স্থান ও প্রকাশ্যে নীলামে বিক্রি হত। বহু চীনা পরিবার কয়েক প্রজন্ম ধরে এই দেশে বসবাস করে এসেছেন। পুষ্পবালা দেবী এই দেশেও পাশ্চাত্য পোশাকধারী বাঙ্গালী ব্যক্তির উপস্থিতি দেখেছেন। তিনি ঢাকা থেকে এসে কুলি- ডাক্তার হিসেবে সপরিবারে এখানে বাস করেন। মালয় বালক, বালিকারা লেখিকাকে দেখে খুবই অবাক হয়। তাঁর বিদেশী পোশাক তাদেরকে বিস্মিত করে। পুষ্পবালাদেবী বলেছেন, এখানে চীন, মালয় জাতীয় লোক অধিক হারে বসবাস করে, কিন্তু আরব, পর্তুগীজ, ইউরোপীয়দের বসবাসও দেখা যায়। এখানকার অধিবাসীরা তুলনামূলক কম শিক্ষিত, সরকারী উদ্যোগে কয়েকটি স্কুল রয়েছে। এখানে প্রচুর ফলের বাগান রয়েছে, যা এখান থেকে ফলের বিদেশে রপ্তানি করতে সাহায্য করে। সিংহল থেকে অপরাধীদের দ্বীপান্তরের শাস্তি হিসেবে এখানে পাঠান হত, তাদের অনেকেই শাস্তি উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও দেশে না ফিরে তারা এখানেই পরিবার সহ বসবাস করতে থাকে।[১৩]

বিদেশ যাত্রা, প্রবাসী জীবনের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি এমন কিছু বেদনাদায়ক স্মৃতির সন্ধান আমরা পাই, যা বঙ্গমহিলার মননশীলতা ও চেতনার এক সম্পূর্ণ পৃথক দিককে তুলে ধরে। মানসী মুখোপাধ্যায় রচিত ‘বিদায় বর্মা’ হল এমনই এক যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতিযাপন। ১৯৪১ সালে জাপানী আক্রমনের সম্মুখে দলে দলে বর্মা প্রবাসী ভারতীয়রা বর্মা ত্যাগ করে ফিরে আসেন। আসাম-বার্মা দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করে লেখিকা তার পরিবারসহ ভারতে শেষ অব্দি পৌঁছান। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত যাত্রা করে তারা এই পথ পাড়ি দেন। তিনি উপলব্ধি করেন প্রকৃতি মানুষকে বাঁচতে সাহায্য করে। যে রেলপথে তিনি মান্দালয় থেকে মলুয়া এসেছেন সেই কামরায় বিভিন্ন জাতের লোক ছিল। সবার মুখেই অনিশ্চিত আশঙ্কার ছাপ স্পষ্ট। এমনকি একজন ইঙ্গ-ভারতিয় পরিবার ও এর মধ্যে ছিল। ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে মনুয়া থেকে চিন্দুয়িন পর্যন্ত লঞ্চের ব্যবস্থা করা হলেও তা কেবলমাত্র ইঙ্গ-ভারতীয়দের আধিপত্য যুক্ত, সাধারন ভারতীয়দের জন্য শুধু নৌকাই বরাদ্দ। লেখিকারা যে নৌকায় অনেক চেষ্টার পর স্থান পেলেন, তার মাঝি কোন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শুধু তাঁকে তাদের সাথে ভারতে নিয়ে যাওয়ার কাতর আবেদন জানান। মনুয়া থেকে পুনরায় যে লঞ্চে তারা যাত্রা শুরু করেন সেখানে জনবহুল, আবর্জনা যুক্ত পরিস্থিতির মধ্যেই মানুষ শুধু নিজের প্রান বাঁচানোর তাগিদে দলে দলে যাত্রা করে চলেছে, কলেরা রোগের টিকা তাদের সবাইকেই দেওয়া হয়, এই যাত্রা পথেই অসুস্থ হয়ে মানুষের মৃত্যু ঘটে চলেছে। লেখিকার ভাষায়, - “এখানে মানুষ যেন পশুতে পরিনত হয়েছে।” সহযাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক শ্রেণীর মানুস রয়েছে - লক্ষপতি ব্যারিস্টার থেকে শুরু করে কায়িক পরিশ্রমকারী কুলি অবধি। মানসী দেবী বলছেন, - “এই দুর্দিনে প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা পিতৃ-মাতৃ হীন শিশুর মতন।” দুর্বল, অক্ষম রোগী, আসন্ন প্রসবা নারী ও কপর্দক হীন বহুমানুষ খিদের তাড়নায় একত্রে খাদ্য-গ্রহন করছে।[১৪]

সার্বিক ভাবে দেখা বঙ্গমহিলাদের এহেন প্রবাসী জীবন, ভ্রমণ অভিজ্ঞতাসমূহ নানাবিধ বৈচিত্রপূর্ণ উপাদানে সম্পৃক্ত। নারী শিক্ষা ও তার অন্যতম প্রয়োগ মাধ্যম বঙ্গনারী সাহিত্যচর্চায় তথা ভ্রমনমূলক বিবরণ রচনাগুলিতে সর্বাধিক স্পষ্ট অথচ প্রচ্ছন্ন দ্বিমুখীতার ইঙ্গিত হিসেবে নারী পুরুষ সম্পর্কের লিঙ্গভিত্তিক ব্যঞ্জনাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেহেতু উপনিবেশিক কালপর্বে নারী শিক্ষা, পেশাগত ভূমিকা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক সচেতনতা অথবা ব্যক্তিস্বাধীনতার মত বিষয়গুলি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একধরনের সমঝোতা বা টানাপোড়েনের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছিল। তাই এক দ্বিধাগ্রস্ত বৈশিষ্ট্য নারী চিন্তা-চেতনা ও জীবন প্রবাহের সর্বত্র স্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল। ভ্রমণ বৃত্তান্তগুলি সাহিত্যগত উপকরণ হলেও এর মধ্যেই শিক্ষিতা নারীর নবলব্ধ শিক্ষাকে জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে সমাজ নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির মান্যতা-উভয়তই খুব স্পষ্ট। তাই এই বিবরণ গুলিতে কখনো বঙ্গনারীর ভাষায় গৃহ পরিসর থেকে সাময়িক মুক্তির আনন্দ যেমন লক্ষ্য করা যায় তেমনি অপরিচিত জগতে নারীর চিরাচরিত ও নিরাপত্তার প্রশ্ন অপরিচিত পুরুষ সমাজের সঙ্গে সহজ মেলামেশার সুযোগ অথচ তার মধ্যে তথাকথিত শালীনতা সম্ভ্রমের বিষয়টি বারেবারে উল্লেখ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 121
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 969 - 976
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হয়েছে। তীর্থযাত্রা থেকে শুরু করে নিছক দেশভ্রমণ, প্রয়োজনভিত্তিক যাতায়াতের পথে সবরকম বর্ণনা তেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গনারীর ভ্রমনমূলক বিবরণ মূলত দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ ঐতিহাসিক তাৎপর্য দাবি রাখে। প্রথমত, এই জাতীয় রচনাগুলি বঙ্গমহিলাদের নিজস্ব মানসিকতাকে অনুভব করতে সাহায্য করে অর্থাৎ তাদের যুগচিন্তা, সমাজ সচেতনতা, নারীসত্ত্বা, শিক্ষিত মূল্যবোধ সবকিছুই এই বিবরণ গুলির মধ্যে একই সঙ্গে অনুভব করা যায়। অন্যদিকে এই ভ্রমণ মূলক রচনাগুলি বঙ্গ মহিলাদের ব্যবহারিক জীবনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল, সেকথা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয় অর্থাৎ এই ভ্রমণ মূলক রচনাগুলি যেহেতু অধিকাংশই ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নির্ভরশীল, তাই এগুলির মধ্য দিয়ে চিরকালীন পর্দানশিন বাঙালি মহিলাদের বহির্জগতের সঙ্গে অকুণ্ঠিত সম্পর্ক-স্থাপন, প্রয়োজন ভিত্তিক সর্তকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, স্বাবলম্বীতা এমনকি চিরাচরিত জাতি, ধর্মের গন্ডি অতিক্রম করে এক বৃহত্তর মানবিক সত্তায় উত্তরণের সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

Reference:

১. দত্ত, সরোজ নলিনী, (১৯২৮), *জাপানে বঙ্গনারী,* এম. সি. সরকার এন্ড সন্স, পৃ. ১৪৫
২. দত্ত, সরোজ নলিনী, (১৯২৮), *জাপানে বঙ্গনারী,* এম. সি. সরকার এন্ড সন্স, পৃ. ১৫০
৩. সিংহ, মঞ্জুশ্রী (১৯১৫), সম্পা. *বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা,* ডি. এম. লাইব্রেরী, পৃ. ১০০
৪. সিংহ, মঞ্জুশ্রী (১৯১৫), সম্পা. *বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা,* ডি. এম. লাইব্রেরী, পৃ. ১২০
৫. দাশগুপ্ত, দময়ন্তী, (২০২৪), *অবলা বসু ও সেই সময়,* সিগনেট প্রেস, পৃ. ১২০
৬. দাশগুপ্ত, দময়ন্তী, (২০২৪), *অবলা বসু ও সেই সময়,* সিগনেট প্রেস, পৃ. ১২৫
৭. Gupta, Jayati, (2021), *Travel Culture, Travel Writing and Bengali Women, 1870-1940,* Routledge Publication, p. 300
৮. Gupta, Jayati, (2021), *Travel Culture, Travel Writing and Bengali Women, 1870-1940,* Routledge Publication, p. 310
৯. রাহা, মৃণালিনী, (১৯০২), রেঙ্গুন, *অন্তঃপুর পত্রিকা,* ৫ম বর্ষ, সংখ্যা ৩, পৃ. ৫০
১০. রাহা, মৃণালিনী, (১৯০২), রেঙ্গুন, *অন্তঃপুর পত্রিকা,* ৫ম বর্ষ, সংখ্যা ৩, পৃ. ৫২
১১. সেন, অভিজিৎ ও রায়, উজ্জ্বল, (১৯৯৯), সম্পা. *পথের কথাঃ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বঙ্গমহিলার ভ্রমণ,* স্ত্রী পাবলিকেশন, পৃ. ২০০
১২. সেন, অভিজিৎ ও রায়, উজ্জ্বল, (১৯৯৯), সম্পা. *পথের কথাঃ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বঙ্গমহিলার ভ্রমণ,* স্ত্রী পাবলিকেশন, পৃ. ২০৫
১৩. Gooptu, Sarvani, (2022), *Knowing Asia, Being Asian : Cosmopolitanism and Nationalism in Bengali Periodicals, 1860-1940*, Routledge Publication, p. 160
১৪. মুখোপাধ্যায়, মানসী, (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ), *বিদায় বর্মা,* ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, পৃ. ৫০